১৮-০১-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্-শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*"মিষ্টি বাচ্চারা-- চিরসুস্থ (Ever healthy) হতে গেলে চির স্মরণে থাকো, এই স্মরণের যাত্রাতেই সত্যিকারের কামাই আছে, এতেই সতোপ্রধান হবে"*

*প্রশ্নঃ-* *সব থেকে বড় পুণ্য কি ? সঙ্গমেতে পুণ্যাত্মা কাকে বলবে* ?

*উত্তরঃ-* *অবিনাশী জ্ঞানরত্নের দান করা -- এটাই হল সব থেকে বড় পুণ্য । সঙ্গমে পুণ্যাত্মা তিনি, যিনি জ্ঞানরত্নকে ধারণ করেন । এখন তোমরা ঐ বিনাশী ধনের দ্বারা ভিখারি হও, আর অবিনাশী জ্ঞান ধনে ভরপুর হয়ে ২১ জন্মের জন্য ধনবান হয়ে যাও ।

*গীতঃ-* *কে এসেছেন আজ এই প্রভাতে....*

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনল । যখন পরমাত্মা বাবা এসে আত্মাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন জীব-আত্মারা নিজের জীব ভাবকে অর্থাৎ এই দেহকে ভুলে যায় । তাদের নিশ্চয় হয়ে যায় যে আমরা আত্মারা হলাম শিববাবার সন্তান ।
আমাদের আত্মাদের পিতা এই মুখ (ব্রহ্মা) দ্বারা বলছেন । আমরা আত্মারা এই কান দ্বারা শুনছি । এরকম নিজের অভ্যাস করার পরিশ্রম করতে হবে । *বাবা বলেন "মিষ্টি বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ করো, শেষে এই বশীকরণ মন্ত্রই কাজে আসবে"।* এই স্মরনের যাত্রার দ্বারা তোমরা সত্যিকারের অগাধ উপার্জন করো, যত স্মরণ করবে তত সতোপ্রধান হতে থাকবে আর খুশীও বাড়তে থাকবে, কারণ এটা হল আত্মা আর পরমআত্মার শুদ্ধ ভালোবাসা । তোমাদের ঈশ্বরীয় আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে -- মিষ্টি বাচ্চারা, অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে খুব ভালবাসার সাথে স্মরণ করো । বাবা আপনি কত মিষ্টি, আপনি আমাদের রাজারও রাজা, স্বর্গের মালিক বানান, আমরা আপনার শ্রীমতে অবশ্যই চলবো । বাবা আপনি তো কামাল করেছেন, ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহি দিচ্ছেন । আমরা তো আপনার প্রতি সমর্পিত হই । তো সমর্পিত হতেও হবে, খালি কথার
কথা নয় । যতটা সময় স্মরণে থাকবে, তার প্রভাব সারাদিন থাকবে । বাচ্চাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে আর ঈশ্বরীয় গুণ ধারণ করতে হবে । ঈশ্বরীয় গুণ ধারণ করা অর্থাৎ ঈশ্বর বাবার সমান হওয়া। ঈশ্বরীয় অধিকার অর্থাৎ উঁচুপদকে পেতে হবে । এই পুরানো দুনিয়া আর পুরানো দেহকে ভুলে যেতে হবে, এতে নষ্টমোহ হতে হবে ।

মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেরাই নিজেদের ডিগ্রি দেখতে পারো, সারাদিনে আমারা কতটা স্মরণ করে থাকি ! ভোজনের সময়ও দেখো আমরা হর্ষিত মুখ হয়ে বাবার স্মরণে ভোজন করেছি ? মাশুককে স্মরণ করলে আকর্ষণ বাড়বে, খুব খুশী থাকবে আর অনেক জমা হতে থাকবে । স্মরণে থাকতে-থাকতে এই পুরানো খোলস ছেড়ে নতুন ধারণ করবে । কাঁটা থেকে ফুল হয়ে যাবে । যত স্মরণের অভ্যাস হবে ততই তো তবে অন্তিম কালে যথা মতি তথা গতি হবে । শেষে শরীর ত্যাগ হলে তখনও বাবার স্মরণ যেন থাকে । বশীকরণ মন্ত্র স্মরণ হলে তখন প্রাণ দেহ থেকে যেন বের হয় । স্মরণে থাকলে যা কিছু আবর্জনা আছে তা ভস্ম হয়ে আত্মা পবিত্র হতে থাকবে । এখন বাচ্চারা তোমাদের নিশ্চয় হয়েছে যে আমাদের কে পড়ান ! এই চৈতন্য বাক্সতে চৈতন্য হীরা বসে আছে, উনিই সৎ- চিত- আনন্দ স্বরূপ । সত্য বাবা তোমাদেরকে সত্য- সত্য শ্রীমৎ দেন । বাবার হয়েছ

তবে পদের পদে ওনার শ্রীমতে চলতে হবে । স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে । চির স্বাস্থ্যবান হতে গেলে চিরস্মরণেতে থাকতে হবে, তবেই অন্তিম কালে যথা মতি তথা গতি হবে । এতে ধাক্কা খাবার কথা নেই । চুপ থাকতে হবে আর পড়তে হবে, এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে । স্মরণের দ্বারাই তোমরা সারা বিশ্বকে শান্তির দান দিতে পারো । প্রত্যেক বাচ্চাদেরকে নিজের প্রজাও বানাতে হবে, অধিকারীও বানাতে হবে । মুরলী কারো মিস করা উচিত নয় । বাবা খুব ভালোবেসে বোঝান মিষ্টি বাচ্চারা নিজের প্রতি দয়াশীল হও, কোনো নির্দেশের অবজ্ঞা কোরো না । দেহী-অভিমানী হও । বাবার নজর সদা সেই বাচ্চার প্রতি থাকে যে সুগন্ধযুক্ত ফুল তৈরি হয় । যে আত্ম-অভিমানী হয়ে বাবার স্মরণ করে আর যেখানে সেবা দেখে সেখানে ছুটে যায় । এরকম সেবাধারী , আজ্ঞাকারী বাচ্চাই বাবার অতি প্রিয় হয় । বাবার হৃদয়ে কত ফার্স্টক্লাস আশা থাকে যে বাচ্চারা যেন সদা খুশীতে থাকে আর উপযুক্ত হয়ে স্বর্গের মালিক হয় ।

তোমরা বাচ্চারা জানো এই পুরানো দুনিয়া নরকে কোনো সুখ নেই । এখানে কাউকে হৃদয় দাও তবে নিজেরই লোকসান করা হবে । কোনো বস্তুতে আসক্তি থাকা উচিত নয় । বোঝা উচিত যে এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর তো শেষ হওয়ারই আছে । দেহী-অভিমানী বাচ্চারাই এই পুরানো দুনিয়া আর পুরানো দেহ থেকে উপরাম থাকে । তাদের বুদ্ধিতে থাকে আমরা এখানে অল্প সময়ের অতিথি, এটা তো( এই শরীর) হল পুরানো জুতো । যতই একে সাবান, পাউডার আদি লাগাও তবুও শরীর তো পুরানো, একে ছেড়ে আমাদের নতুন নিতে হবে । এখানে তোমরা বাচ্চারা অবিনাশী জ্ঞানরত্নের দ্বারা ঝোলা ভরছ, আবার অন্যদেরকেও জ্ঞানরত্নের দান দিতে হবে । এটা হল সব থকে বড় পুণ্য । জ্ঞানরত্ন ধারণ করে পুণ্য আত্মা হতে হবে তারপর অন্যদেরকেও দান করতে হবে । ঐ বিনাশী ধনের দ্বারা তো তোমরা এখন ভিখারি হও আর অবিনাশী জ্ঞানধনের দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের দ্বারা ধনবান হও । এই সময় তোমরা অনেক বড় অদল-বদল( Exchange) করো । পুরানো তন-মন-ধন সব বাবাকে দাও । বাবা আবার জ্ঞানরত্নের দ্বারা তোমাদের মালামাল করে দেন, যার দ্বারা ভবিষ্যতে তন-মন ধন সব নতুন প্রাপ্ত হয়ে যায় । এখন তোমরা হলে ফকির আর ভবিষ্যতে আবার তোমরা ধনবান হও । ফকির থেকে ধনবান হওয়ার জন্য দুটো কথাই আছে -- মন্মনাভব, মধ্যাজী ভব -- ব্যাস । বাবাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা স্বর্গের ধনী হয়ে যাবে । তোমরা বেহদ বাবার কোলে এসেছ -- ফকির থেকে ধনবান হওয়ার জন্য ।

তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের কাছে সেন্টারে মানুষ আসে জীবনদান লাভ করতে । কাউকে জীবনদান দেওয়া অনেক বড় পুণ্যের কাজ । এখানে এসে সুন্দর ভাগ্যের অধিকারী হয়ে ওঠে , তাই তাদের জন্য সর্বদা দরজা খোলা থাকা প্রয়োজন । এরকম ব্যবস্থা করা দরকার যেখানে অনেক মানুষ এসে নিজের সৌভাগ্য বানাতে পারে । জীবন হীরে তুল্য বানাবে । অনেক স্নেহের সাথে এক-একজনকে সামলাতে হবে, কোথাও বেচারাদের পা হরকে না যায় (বিপথে না চলে যায়) । যত বেশি সেন্টার হবে তত বেশি এসে জীবনদান পাবে । *সার্ভিসেবল বাচ্চারা অনেককে জীবনদান দিয়ে থাকে । ওঁদেরকে বাবাও স্মরণ করে থাকে । দেখি তো এ কি প্রকারের ফুল ! এর মধ্যে কি-কি গুণ আছে ! বাবা সব বাচ্চাদের অবস্থাকে জানেন, ক্রম অনুসার তো আছে তাই না । ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের ভ্যারাইটিস ফুল আছে । *যে সুগন্ধযুক্ত ফুল -- সে আকৃষ্ট করে । যে যেরকম সে সেরকম
সার্চলাইট নেওয়ার চেষ্টা করে । সুগন্ধযুক্ত, গুণবান বাচ্চাদের দেখে স্নেহে চোখে জল এসে যায় ।

তাদের কিছু অসুবিধা হলে বাবা সার্চলাইট দেন* ।

বাচ্চারা তোমাদের বাবার সাথে অনেক স্নেহ থাকা দরকার । বাবা যা বলেন বাচ্চাদের তা তৎক্ষণাৎ করে দেখিয়ে দিলে বুঝবে বাবার প্রতি তাদের স্নেহ আছে । বাধ্য (আজ্ঞাকারী), বিশ্বস্ত (বফাদার) প্রতিটি নির্দেশ পালনকারী (ফরমানবরদার) । বাবা কত স্নেহের সাথে বোঝান । বাবা হলেন বেহদের ব্যবসায়ী , সওদা অনেক উচ্চ আছে কিন্তু এতে সাহসও চাই । কোনো বাচ্চা এক মুঠো চাল নিয়ে আসে কিন্তু এটা ভাবা উচিত নয় যে আমরা বাবাকে দিই । পরিবর্তে তো শতগুন নেয় । বাবাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বলা উচিত বাবা আপনি আমাদের দু মুঠো চালের পরিবর্তে ভবিষ্যতে আমাদের মালামাল করে দেন, কী বলে যে আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাব ! কিন্তু এতে অনেক বিশাল বুদ্ধি চাই । আচ্ছা-

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) সার্ভিসেবল , আজ্ঞাকারী বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপদাদার স্মরণ-সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

*অব্যক্ত মহাবাক্য* -- *(পার্সোনাল)*

এখন বাবা সব বাচ্চাদেরকে সম্পন্ন রূপে দেখতে চাইছেন, কিন্তু সম্পন্ন হওয়ার ওয়ান্ডারফুল বিষয় গুলিকে দেখবেন, কারণ সম্পন্ন হওয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগের(Practical) পেপার (পরীক্ষা) হয় । কোনো প্রকারের নতুন দৃশ্য বা আশ্চর্যজনক দৃশ্য সামনে এলে, দৃশ্য সাক্ষীদ্রষ্টা বানাবে, কিন্তু নাড়াতে পারবে না । যে কোনো প্রকারের দৃশ্যই সামনে আসুক না কেন প্রথমেই সাক্ষী দ্রষ্টার স্থিতির আসনে বসে দেখলে বা নির্ণয় করলে আনন্দ অনুভব হবে, ভয় আসবে না । যখন হয়েই আছে, বিজয় নিশ্চিত আছে, তবে ঘাবড়ে যাওয়া বা ভয়ভীত হওয়া এ তো হতেই পারে না । যেন অনেকবার দেখা চিত্র আবার দেখছি। এই কারনে
কি হয়েছে ? কেন হয়েছে ? এরকমও হয়, এ তো নতুন জিনিস ! -- এই সব সঙ্কল্প বা কথা মনে আসবে না । আরও রহস্যযুক্ত, যোগযুক্ত হয়ে লাইট হাউস হয়ে, বায়ুমণ্ডলকে ডবল লাইট বানাবে । ঘাবড়াবে না । এরকম অনুভব হয়ে থাকে তাই না । একে বলা হয় পাহাড় সমান পরীক্ষা : সরষের দানার মত অনুভব হয়। দুর্বলের কাছে পাহাড় মনে হবে আর মাস্টার সর্বশক্তিমানের কাছে সর্ষের দানা অনুভব হবে । *এর উপরই নম্বর হয় । ব্যবহারিক পরীক্ষাতে পাশ করার জন্যই নম্বর হয়ে থাকে । সদাই পরিক্ষার উপর নম্বর হয়* । যদি পরীক্ষা নেই তবে নম্বরও নেই। এইজন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী পরীক্ষাকে খেলা ভাবে । খেলাতে কখনও ঘাবড়ে যায় না । খেলা তো হল মনোরঞ্জন । আচ্ছা ।

তোমাদের সকলের বিনাশের তারিখ জানা আছে ? কবে বিনাশ হবে ? তাড়াতাড়ি বিনাশ চাও নাকি হ্যাঁ বা না এর উর্ধ্বে আছ ? বিনাশের বদলে স্থাপনার কাজকে সম্পন্ন বানানোর জন্য সব ব্রাহ্মণ একই
দৃঢ় সঙ্কল্পে স্থিত হয়ে গেলে তো পরিবর্তন হয়েই পড়ে আছে । যে কোনো একটি সম্পন্ন হবার বিশেষ বিষয়কে লক্ষ্য রেখে তারিখ নির্দিষ্ট করো -- হতেই হবে, তবেই সম্পন্ন হয়ে যাবে । এখনও সংগঠিত রূপে পরিবর্তনের দৃঢ় সংকল্প করছ না । কেউ করছে, কেউ করছে না। এইজন্য বায়ুমণ্ডল শক্তিশালী হয় না । অল্পসংখ্যক হওয়ার কারণে যা করছে তা বায়ুমণ্ডলে প্রসিদ্ধ রূপে দেখতে পাওয়া

যায় না। এইজন্য এখন এরকম কার্যক্রম বানাও, যাতে এরকম বিশেষ গ্রুপের কর্তব্য বিশেষ হয় -- দৃঢ়সঙ্কল্পের দ্বারা করে দেখাবে । যেরকম শুরুতে পুরুষার্থের উৎসাহকে বাড়াবার জন্য গ্রুপ বানাতে আর পুরুষার্থের প্রতিযোগিতা করতে, একে অন্যকে সহায়তা করে উৎসাহ বাড়াতে, এখন সেরকম তীব্র পুরুষার্থীর গ্রুপ বানাও, যারা এই দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যে, *যা বলব সেটাই করে দেখাব* । যেরকম শুরুতে বাবার কাছে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছ মরে যাব, শেষ হয়ে যাব, সহ্য করবো, মার খাব, ঘর ছেড়ে দেব, কিন্তু পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা সদা কায়েম রাখব -- এরকম বাঘিনীর সংগঠন স্থাপনার কাজে নিমিত্ত হয়ে দেখিয়েছে, কিছু ভাবে নি, কোনো কিছু দেখে নি, করে দেখিয়েছে -- এরকমই এখন গ্রুপ চাই । যা লক্ষ্য রেখেছি তাকে পূরণ করার জন্য সহ্য করবো, ত্যাগ করবো, ভালোমন্দ শুনতে হলেও শুনব, পরীক্ষায় পাশ করব, কিন্তু লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করেই ছাড়বো । এরকম গ্রুপ উদাহরণ হয়ে দেখালে তবেই তাদের অনেকে অনুসরণ করবে । যে আদিতে সে অন্তেও । এরকম ময়দানে যারা নামবে, নিন্দা-স্তুতি, মান- অপমান সব কিছুকে পার করতে পারবে -- এরকম গ্রুপ চাই । যে কোনো কথাই হোক তা শোনা বা সহ্য করা, যে কোন প্রকারে এটা তো করতেই হবে। যতই ভাল করুক না কেন , ভাল কিছু করতে হলে অনেক বেশী কথাও শুনতে হয়, সহ্য করতে হয় -- এরকম সহ্য শক্তিশালী গ্রুপ চাই । যেরকম শুরুতে পবিত্রতার ব্রতের গ্রুপ ময়দানে এসেছিল তো স্থাপনা হল, এখন এই গ্রুপ ময়দানে এলে তবেই সমাপ্তি হবে । এরকম গ্রুপ নজরে আসছে ? যেরকম ওরা সংসদ( Parliament) বানায় -- এটা তবে সম্পন্ন হওয়ার সংসদ হোক -- নতুন দুনিয়া, নতুন জীবন বনানোর বিধান বানানোর বিধানসভা হোক । এখন দেখবো কেমন গ্রুপ বানাও । বিদেশিরাও এরকমই গ্রুপ বানাও । সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হয়ে দেখাবে । যেখানে যাবে দেখতেই যেন এরকম অনুভব হয় যে ইনি তো অবতার -- অবতরিত হয়েছেন । যখন এক অবতার দুনিয়াতে ক্রান্তি আনতে পারে তবে এতসব অবতার যখন নামবে তখন কত বড় ক্রান্তি হয়ে যাবে । বিশ্বে ক্রান্তি নিয়ে আসার অবতার -- এরকম ভেবে কাজ করবে । আচ্ছা ।

*বরদানঃ* -- *নিজের আকর্ষণীয় স্থিতি দ্বারা সকলকে আকৃষ্ট করে এমন রূহানী সেবাধারী হও ।

রূহানী সেবাধারী কখনও এটা ভাবতে পারে না যে সেবার বৃদ্ধি হচ্ছে না বা শোনার লোক নেই। শোনার জন্য অনেকে আছে, কেবল তোমাদের নিজের স্থিতি রূহানী আকর্ষণীয় বানাও । যদি চুম্বক নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে তাহলে তোমাদের রূহানী শক্তি কি আত্মাদের আকর্ষণ করতে পারে না ! তো রূহানী আকর্ষণের চুম্বক হও যাতে আত্মারা সতঃই আকৃষ্ট হয়ে তোমাদের সামনে এসে যায়, এটাই হল রূহানী সেবাধারী বাচ্চারা, তোমাদের সেবা ।

*স্লোগানঃ* -- *সমাধান স্বরূপ হতে গেলে সবাইকে স্নেহ আর সম্মান দিতে থাকো* ।

---

*তপস্বী মূর্ত হও*

*বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ স্থিতিতে স্থিত হয়ে স্মরণের যাত্রাকে শক্তিশালী বানাও । নিজের শুভ বৃত্তি বা কল্যাণের বৃত্তি আর শক্তিশালী বায়ুমণ্ডলের দ্বারা অনেক দুঃখী আত্মা, দিকভ্রান্ত আত্মা, প্রার্থনা করে এমন আত্মাদের আনন্দ, শান্তি, আর শক্তির অনুভূতি করাও ।

---